দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 APR 1994 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

39

ডোমার ।। শেকড় পর্যায় থেকে

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের' গম বেচে স্কুলঘর সংস্কার করা হয়েছে

।। মোনাজাতউদ্দিন/আমিনুল হক ।। 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর গম বিক্রি করে সে টাকায় সংস্কার করা হয়েছে
স্কুলগৃহ। গম বরাদ্দ ও বিতরণ নিয়মিত হচ্ছে না। লেখাপড়া মুখ্য নয়, কেবলমাত্র গম পাবে বলেই ক্লাস ওয়ান–এ ভর্তি
হয়েছে অনেক বয়স্ক ছেলেমেয়ে। জেলা বা থানা পর্যায় থেকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর মতো সরকারের গুরুত্বপূর্ণ
কার্যক্রমটি তত্ত্বাবধায়ন করা হচ্ছে না। গম বিতরণের ব্যাপারটি নিয়ে গ্রাম্য কোন্দল বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা
তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন, পাশাপাশি কেউবা রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই হলো নীলফামারীর
ডোমার থানা এলাকার 'সবার জন্যে শিক্ষা' কার্যক্রমের খণ্ডচিত্র। শেকড় পর্যায়ের অনুসন্ধানে আমরা তাই দেখলাম।
সরকার সবার জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এরই অংশ হিসেবে শুরু হয়েছে গম দেয়া। খুব গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে, যারা
স্কুলে যায় না, যেতে পারে না, তাদের জন্যে বরাদ্দ হচ্ছে গম। যে পরিবারের একটি সন্তান স্কুলে যাবে, সে পাবে মাসিক
১৫ কেজি গম, দু'টি সন্তান হলে পাবে ৩০ কেজি। দাবি করা হচ্ছে এই কার্যক্রমটি চালু হবার পর বেশ সাড়া জাগিয়েছে,
এতোদিন পাঠশালার ধারেকাছে যায়নি এমন বহু ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, বেড়ে গেছে পড়ুয়ার সংখ্যা। উত্তরাঞ্চলের
সর্বউত্তরে সীমান্ত জনপদ ডোমারে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবার পর গত কয়েক মাসে
কিছু কিছু প্রাইমারী স্কুলের খাতাপত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে বটে, কিন্তু তাদের উপস্থিতি নিয়মিত নয়। বরাদ্দকৃত
গম নিয়ে ঘটছে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা। একযোগে সর্বত্র গম বরাদ্দ না করায় অধিকাংশই বঞ্চিত হচ্ছে, পরিবার প্রধানরা
স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠেছে ক্ষুব্ধ। ডোমার থানায় ১০টি ইউনিয়ন, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১টিতে গম দেয়া হচ্ছে। সরকারী
বেসরকারী মিলিয়ে এলাকায় আছে ৯১টি প্রাইমারী স্কুল, এর মধ্যে মাত্র ১৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী সরকার প্রদত্ত গম সুবিধা
পাচ্ছে। ডোমার থানা এলাকায় ৯১টি স্কুলে ছাত্রছাত্রী যেখানে ২৪ হাজার ২শ' ২৮ জন, সেখানে গম পাচ্ছে মাত্র ১ হাজার
১শ' ৮৭ জন।

বোরাগাড়ী ইউনিয়নেও যেখানে আপাতত নেয়া হয়েছে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী। ইউনিয়নের ১৩টি সরকারী স্কুলে
ছাত্রছাত্রী আছে ২৬০৩ জন, এদের মধ্যে গম পাচ্ছে ১১৮৭ জন, অর্থাৎ বঞ্চিত হচ্ছে ১৫১৬ জন। এরা প্রায় সবাই অতি
গরিব ঘরের। শতকরা ৯৫ ভাগই সম্পূর্ণ ভূমিহীন দিনমজুর পরিবারের সন্তান। সেক্ষেত্রে এরাও গমের ভাগীদার। কিন্তু গম
বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ, হতাশ। অনেকে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। 'কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না' এরকম ঘটনায় গ্রাম্য
কোন্দল বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোগ রয়েছেঃ এলাকার জনপ্রতিনিধি (কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক) নিজেদের পছন্দের
লোকজনদের ছেলেমেয়েকে গমের খাতায় তালিকাভুক্ত করেছেন।

ওজনে ঠকানো হচ্ছে ঃ ডোমারের ১৩টি স্কুলে গম দেয়া হচ্ছে। পাচ্ছে ২৬০৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১১৮৭
জন। এদের অধিকাংশই ঠকছে গমের ওজনে। প্রতিজনকে কম দেয়া হচ্ছে ১ থেকে ২ কেজি। বেঁচে যাওয়া গম কেউ ঘরে
তুলছে, কেউ বেচে দিচ্ছে। যেমন পশ্চিম বোরাগাড়ী প্রাইমারী স্কুলের জন্যে প্রাপ্য গম ৬শ' টাকায় বেচে দিয়ে সে টাকায়
স্কুলঘর চুনকাম করা হয়েছে। অথচ গরিব দুঃখী ছেলেমেয়েদের জন্যে পাঠানো গম বেচে স্কুলঘর সংস্কার হবার কথা নয়।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কার্যক্রমটি জেলা পর্যায় তো নয়ই, থানা পর্যায় থেকেও তত্ত্বাবধান করে দেখবার কাজে সংশ্লিষ্ট
কর্মকর্তার গাফিলতি রয়েছে। ওদিকে আবার গমের বরাদ্দ মিলছে না নিয়মিত। ফলে খাতায় নাম লিখবার পরেও প্রায়
পঞ্চাশ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসছে না, তারা আগের মতোই বাবার সাথে ক্ষেতখামারে মজুরি খাটছে, মেয়েরা করছে
ঘরগেরস্থলির কাজ।